বাংলা বর্ণমালার ইতিহাস

ব্রাহ্মী লিপি থেকে বিদ্যাসাগরীয় সংস্কার পর্যন্ত

প্রকৃতির বাতাবরণে সংস্কৃত ভাষার গর্ভে বাংলা ভাষার জন্ম। বাংলা ভাষা ও লিপির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সুদূর অতীতে, যেখানে ভারতীয় উপমহাদেশে লিখন-পদ্ধতির প্রথম বিকাশ হয়েছিল। বাংলা বর্ণমালা এসেছে প্রাচীন ভারতীয় 'ব্রাহ্মী লিপি' থেকে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়া চলেছে তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলা গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান পুরুষ ও অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ লিখেছেন, যা মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রসারণ হলেও আজ অবধি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এই আদলের মধ্যেই রয়েছে। এই গবেষণাপত্রে বাংলা লিপির ক্রমবিকাশের ধারাটি কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগ: ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব (খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতক–৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

ব্রাহ্মণদের দ্বারা এই লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল বলেই এর নাম ব্রাহ্মী লিপি। খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে ৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ব্রাহ্মী লিপি প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মী লিপি লেখা হতো বাম হতে ডান দিকে, যা পরবর্তীকালের সমস্ত ভারতীয় লিপির মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলার প্রাচীনতম লিপিতাত্ত্বিক দলিল হচ্ছে বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে পাওয়া মহাস্থানগড় শিলালিপি (আনুমানিক ৩য় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ)। এ শিলালিপি ব্রাহ্মী রীতিতে উৎকীর্ণ একটি খণ্ডিত শিলালিপি এবং পুন্ড্রবর্ধন অঞ্চলে মৌর্য শাসনের প্রাচীনতম সাক্ষ্য বহন করছে। সাত লাইনের এ দলিল উৎকীর্ণ করা হয়েছে একটি গোলাকৃতি পাথরের ওপর, যার অংশবিশেষ ভেঙে গেছে।

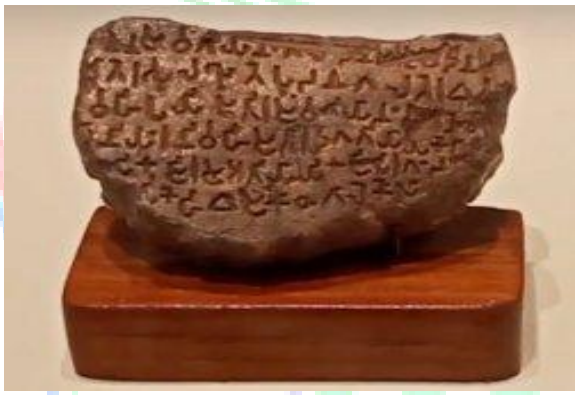

মহাস্থানগড় শিলালিপি (আনু. ৩য় খ্রি.পূ.)–বাংলার প্রাচীনতম ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন

গুপ্তযুগ থেকে কুটিল লিপির উদ্ভব (৩য়–৯ম শতক): ব্রাহ্মী লিপি পরবর্তী কালে উত্তরী ও দক্ষিণী– এই দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। উত্তরী লিপিগুলোর মধ্যে ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে প্রচলিত পূর্বদেশীয় গুপ্তলিপি থেকে আবির্ভাব হয় 'কুটিল লিপি' বা 'সিদ্ধমাতৃকা লিপি'। এটি ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

গুপ্ত (খ্রিষ্টীয় ৩২০ থেকে ৫৫০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে) ও গুপ্তোত্তর যুগের যোগ চিহ্নের মতো 'ক' বর্ণটি সপ্তম শতকে ত্রিকোণাকার রূপ নেয় এবং ডানদিকে বক্ররেখা (loop) যুক্ত হয়, যা বাংলা 'ক' বর্ণের উদ্ভবের প্রাথমিক রূপ হিসেবে পরিগণিত। আবার ব্রাহ্মী 'র' বর্ণটি ছিল একটি উল্লম্ব (vertical) রেখার মতো, কিন্তু এ যুগে 'র' বর্ণটি ত্রিকোণাকার রূপ লাভ করে।

অষ্টসহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা পাণ্ডুলিপি – পালযুগের প্রোটো-বাংলা লিপির অন্যতম নিদর্শন

সিদ্ধমাতৃকা লিপির পরিবর্তন জন্ম দেয় প্রোটো বাংলা লিপির, যেখানে বাংলা লিপির বর্তমান চেহারার প্রথম সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ লিপির নাম প্রোটো-বাংলা লিপি বা গৌড়ি লিপি। এ সময়ে যেসব বর্ণ ছিল তার অনেকগুলো হুবহু বর্তমানে ব্যবহৃত হয়। 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ', 'ট' প্রভৃতি বর্ণের ওপরের লেজ ছাড়া বাকি অংশ বর্তমানের মতোই ছিল।

গৌড়ি লিপি ও দনুজমর্দ্দনার রৌপ্য মুদ্রা: প্রোটো-বাংলা বা গৌড়ি লিপির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় দনুজমর্দ্দনার গৌড়ি লিপিতে উৎকীর্ণ রৌপ্য মুদ্রায়। এই মুদ্রাটি প্রারম্ভিক বাংলা লিপির ক্রমবিকাশের ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত। মুদ্রাটিতে যে অক্ষরগুলো খোদাই করা হয়েছে, সেগুলো বর্তমান বাংলা বর্ণমালার সাথে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য প্রদর্শন করে।

দনুজমর্দ্দনার গৌড়ি লিপি রৌপ্য মুদ্রা – প্রোটো-বাংলা লিপির অন্যতম নিদর্শন

পালযুগ: প্রোটো-নাগরী ও প্রোটো-বাংলা লিপির বিকাশ (৭৫০–১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

নাগরী লিপি বা উত্তর নাগরী হলো দেবনাগরী রূপের পূর্বপুরুষ। বাংলার লিপিতে উত্তরভারতীয় নাগরী লিপির প্রভাব পড়ে এবং পূর্বভারতীয় লিপি নতুন চরিত্র লাভ করে, যাকে লিপিবিদ্যাবিশারদগণ 'প্রোটো-নাগরী' (Proto-Nagari) লিপি বলে অভিহিত করেছেন। এ সময়ে লিপি পরিবর্তনের মূলে ছিল পাল রাজবংশের (৭৫০–১১৬১ খ্রি.) উদ্ভব।

ধর্মপালের (৭৭৭–৮১০ খ্রিষ্টাব্দ) খালিমপুর তাম্রলিপি, দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন এবং প্রথম মহীপালের সারনাথ লিপিতে 'প্রোটো-নাগরী' লিপির প্রচলন দেখা যায়। ময়নামতির আদি দেব রাজাদের লিপিতে ও চন্দ্রলিপিতে প্রোটো-নাগরী লিপির প্রভাব প্রতিফলিত হয়।

খালিমপুর তাম্রলিপি (ধর্মপাল, ৭৭৭–৮১০ খ্রি.)– প্রোটো-নাগরী লিপির গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন

নবম শতকের মাঝামাঝি থেকে সমগ্র দশম শতক জুড়ে বাংলায় প্রোটো-বাংলা লিপির ব্যাপক প্রচলন প্রত্যক্ষ করা যায়। মহীপালের বানগড় লিপি, নারায়ণপালের গরুড় স্তম্ভলিপি (১০ম শতক) এবং বিগ্রহপালের আমগাছি লিপিতে প্রোটো-বাংলা লিপির প্রাথমিক রূপ লক্ষ করা যায়। পালযুগের পাণ্ডুলিপি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' গ্রন্থেও প্রোটো-বাংলা লিপির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

অষ্টসহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা পাণ্ডুলিপির পাতা– পালযুগীয় প্রোটো-বাংলা লিপি

নাগরী লিপির প্রভাব ও উত্তরাধিকার: নাগরী লিপির প্রভাব বাংলা লিপির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। নাগরী হরফের সাথে পূর্ব-ভারতীয় গুপ্ত লিপির সংমিশ্রণে বাংলা লিপির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। বাদল স্তম্ভ লিপি (৯ম শতক) এই সময়ের লিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

বাদল স্তম্ভ লিপি – পালযুগীয় লিপির নিদর্শন

নাগরী লিপির ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা – বাংলা লিপির একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বপুরুষ

চর্যাপদ ও বাংলা লিপির আদিতম রূপ (৭ম–১২শ শতক): চর্যাপদের ভাষা বাংলা ভাষার অদ্যাবধি আবিষ্কৃত আদিতম রূপ। চর্যাপুঁথির লিপিতে বর্তমান বাংলা লিপির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, চর্যাপদের রচনাকাল খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে এই দুর্লভ চর্যাপদের অংশবিশেষ সংরক্ষিত আছে, যা বাংলা লিপির ইতিহাসের একটি অমূল্য সাক্ষী।

রাজশাহী কলেজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দুর্লভ চর্যাপদের অংশবিশেষ

সেনযুগ: বাংলা লিপির পূর্ণাঙ্গ রূপের সূচনা (১০৭০–১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

বাংলা লিপির বিবর্তনের চূড়ান্ত ধাপটি লক্ষ করা যায় সেনযুগের (১০৭০–১২৩০ খ্রি.) প্রথম দিকে। বিজয় সেন, বল্লাল সেনের সময়ের পাণ্ডুলিপি ও তাম্রলিপিতে প্রোটো-বাংলা লিপির বহুল প্রচলন ছিল। এ সময়ে বহু বর্ণ অবিকল বাংলার মতোই লেখা হতে থাকে।

এই পর্যায়ে লিপিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। যেমন– প্রোটো-বাংলা

- 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ', 'ট' প্রভৃতি বর্ণগুলোর আলংকারিক উড়ি ছাড়া অবিকল বাংলা বর্ণমালার মতোই লেখা হতো।
- 'চ'–বর্ণটি প্রোটো–বাংলায় নতুন রূপে পরিবর্তিত হয়। পূর্বে 'চ'–এর নিচের বক্রাকার রেখাটি ছিল বামদিকে, প্রোটো–বাংলায় সেটা ডানদিকে চলে আসে।
- লিপিমালায় স্বতন্ত্র 'ঈ' বর্ণের ব্যবহার দেখা যায়, যা প্রথম দেখা যায় উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রপদের মুদ্রায়।
- 'ক্ষ', 'জ্ঞা', 'ঞ্জ', 'চ্ছ', 'ঞ্চ' প্রভৃতি যুক্তাক্ষর বাংলা অক্ষরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করতে থাকে।

লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনে বাংলা লিপির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য পরিষৎ লিপিতে বাংলালিপির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পায়। ডোম্মনপালের সুন্দরবন তাম্রলিপিটি (১১৯৬ খ্রি.) প্রায় পূর্ণাঙ্গ বাংলা হরফে উৎকীর্ণ।

তেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এসব পাণ্ডুলিপি থেকে বাংলা লিপির পূর্ণাঙ্গ রূপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিদ্যাসাগরীয় সংস্কার: আধুনিক বাংলা বর্ণমালার প্রতিষ্ঠা (১৮৫৫): বাঙালির শিক্ষা-দীক্ষার পটভূমি বিচার করলেই বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়-এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলা প্রাইমার লেখায় যে জোয়ার এসেছিল তার কারণ ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার তাদেরই প্রয়োজনে একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের আগে বর্ণমালা শেখার যেসব বই প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: শ্রীরামপুর মিশনের লিপিধারা (১৮১৫), জ্ঞানারুণোদয় (১৮২০), রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩), বঙ্গবর্ণমালা (১৮৩৫), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শিশুসেবধি, বর্ণমালা (১৮৪০)। সর্বাগ্রে নাম করতে হবে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ' (১৮৪৯) বইটির।

১৮১৩ সালের বাংলা লিপির নমুনা – আধুনিক বাংলা বর্ণমালার পূর্বরূপ

স্বরবর্ণের সংস্কার: ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হালহেডের বইয়ে স্বরবর্ণের সংখ্যা ছিল ১৬। পরবর্তী প্রায় একশত বছর মদনমোহনের শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্বরবর্ণের সংখ্যা ১৬টিই ছিল– অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অ□, অঃ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সংখ্যা কমিয়ে ১২তে নামালেন।

বিদ্যাসাগর ভূমিকায় লিখলেন: "বহুকালাবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋ–কার ও দীর্ঘ ঌ-কারের প্রয়োজন নাই। এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

তালিকা ১: স্বরবর্ণের তুলনামূলক চিত্র

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮৪৯): ১৬টি স্বরবর্ণ	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৫৫): ১২টি স্বরবর্ণ
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অ□অঃ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণের সংস্কার: ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল ৩৪টি। বিদ্যাসাগর তাতে নতুনভাবে ছয়টি বর্ণ যুক্ত করেন। অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বরবর্ণ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণে নিয়ে এসে চন্দ্রবিন্দুকেও যোগ করে দিলেন। ড, ঢ, য-এর দ্বিবিধ উচ্চারণের ক্ষেত্রে নিচে ফুটকি বা শূন্য দিয়ে নতুন তিনটি ব্যঞ্জন অক্ষর আবিষ্কার করলেন– ড়, ঢ়, য়।

"বাঙ্গালা ভাষায় ত, ৎ এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে" বলে এটিকেও ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত করেছেন। আর ক্ষ যেহেতু ক ও ষ মিলে হয়, "সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ, এ জন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।" এভাবে তার হাতে ব্যঞ্জনবর্ণ হলো ৪০টি।

বর্ণমালার পূর্বতন গ্রন্থ ও শিক্ষার প্রেক্ষাপট: মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গাল কাব্যে বর্ণিত শ্রীমন্তের শিক্ষারম্ভ থেকে আমরা অন্তত ষোড়শ শতকের বাংলায় শিশুর শিক্ষার সূচনাপর্বের একটি চিত্র পেয়ে যাই। পাঁচ বছরের শিশুকে গুরুর পাঠশালায় হাতেখড়ি দেওয়া হতো এবং সেখানে এই শিশু শিক্ষার্থী গুরুর কাছে মুখে মুখে এবং হাতে লেখা পুথি থেকে ভাষা, নীতি এবং জমিজমা ও ব্যাবসা সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ, বাক্য, শ্লোক ইত্যাদি পড়ত, মূলত মুখস্থ করত।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুন সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: 'গভর্নমেন্টের যে কয়টা পাঠশালা আছে তাহাতে বাংলাভাষা শিক্ষা দিবার শৃঙ্খলামাত্র নাই।' এই পটভূমিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একটি ভালো বাংলা প্রাইমারের চাহিদা তৈরি হয়। ঠিক এই সময় বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় রচনা ও প্রকাশ করেন।

বাংলা বর্ণমালার ইতিহাস হলো একটি জীবন্ত সভ্যতার চলমান আখ্যান। ব্রাহ্মী লিপির সরল রেখাচিত্র থেকে শুরু করে গুপ্ত, পাল, সেন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়ে, অবশেষে বিদ্যাসাগরের মননশীল সংস্কারের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা বর্ণমালা আজকের রূপ পেয়েছে।

বিদ্যাসাগরের এই মৌলিক সংস্কারের ১২৫ বছর পর স্বরবর্ণে মাত্র আর একটি সংস্কার ঘটেছে-৯ বর্ণটি বাদ দেওয়া। এখন স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। আধুনিক বাঙালি মানসের অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো বর্ণ পরিচয় রচনা– শিক্ষিত আধুনিক বাঙালি জাতি বিনির্মাণে এ বই তাঁর প্রথম মানসপুষ্টির যোগান দিয়েছে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

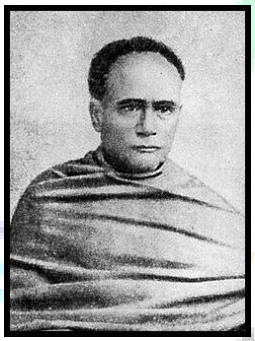

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আজকের দিনে বর্ণক্রমিক ভাষাশিক্ষার পরিবর্তে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি চালু হয়েছে। শিশুর ভাষা শেখার যে স্বাভাবিক পদ্ধতি তার ওপর ভিত্তি করেই দেশে-বিদেশে এ পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। ভাষাশিক্ষার নতুন কালে প্রবেশ করে আমরা বর্ণপরিচয়ের কালকে পেছনে ফেলে এসেছি, কিন্তু সেই ঐতিহাসিক যাত্রার কথা আজও প্রাসঙ্গিক।

বাংলা বর্ণমালার ইতিহাস অংশের তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

- *Bandzopadhyay, Rakhaldas (1919). The Origin of the Bengali Script. Calcutta University Press, Calcutta.*
- *Shahidullah, Muhammad (1965). Bangala Bhashar Itibritto [History of the Bengali Language]. Maola Brothers, Dhaka.*
- *Bhattacharya, Subhash. Bhashar Tattva O Bangla Bhasha [Theory of Language and the Bengali Language], p. 175.*
- *Bandzopadhyay, Asitkumar (2006). Bangla Sahityer Itibritto, Prathama Khanda [History of Bengali Literature, Vol. 1]. Modern Book Agency Pvt. Ltd., Calcutta, pp. 504–513.*
- *Vidzasagar, Ishwar Chandra (1855). Barnaparichay, Prathama Bhaga [Introduction to Letters, Part 1]. Sanskrit Press, Calcutta.*
- *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh. "Bangla Lipi" [Bengali Script]. Asiatic Society of Bangladesh.Retrieved from: https://bn.banglapedia.org (archived 5 November 2024).*
- *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh. "Mahastan Brahmi Lipi" [Mahasthan Brahmi Inscription]. Retrieved from: https://bn.banglapedia.org (archived 4 February 2025).*

- *BDNews24.com. "Kotha theke elo amader Bangla Barnomala?" [Where did our Bengali Alphabet come from?]. Retrieved from: https://bangla.bdnews24.com (archived 5 November 2024).*
- *Banglanews24.com. "Bangla Barnomalar Itivritta" [History of Bengali Alphabet]. Retrieved from: https://www.banglanews24.com (archived 5 November 2024).*
- *Mallick, Kumudonath. Nadia-Kahini [Tales of Nadia]. Contains Lakshmansena's Anulia Copper Plate Grant.*
- *Sangbad.net.bd. "Paschime O Purbasaraswati" [Opinion piece on Bengali script history]. Retrieved from: https://sangbad.net.bd/opinion/post-editorial/88507/*
- *Wikipedia (Bengali). "Bangla Barnomalar Itihas" [History of Bengali Alphabet]. Retrieved from: https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলা-বর্ণমালার-ইতিহাস*
- *Metropolitan Museum of Art, New York.Ashtasahasrika Prajnaparamita Manuscript (Pala period). Object: MET DP156399. Retrieved from: https://www.metmuseum.org*

SINCE-1993
NABARUN PUBLICATION